গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা

কাম এবং প্রেম-এই দুইটী শব্দেরই অর্থ ইচ্ছা—সুখের ইচ্ছা। তথাপি কিন্তু এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যে পার্থক্য আছে; ইচ্ছার গতির পার্থক্য অনুসারেই তাৎপর্য্যের পার্থক্য। যে সুখ-বাসনার গতি নিজের দিকে, তাকে বলা হয় কাম; আর যে সুখ-বাসনার গতি পরের দিকে—প্রীতির বিষয়ের দিকে—তাকে বলা হয় প্রেম। নিজের সুখের জন্য বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, তার নাম কাম; আর প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁর সুখের জন্য, বা তাঁর দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, তার নাম প্রেম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥ ১।৪।১৪১॥"

সুখ-বাসনার গতি-পার্থক্যের হেতু আছে। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত বাসনার মূলেই আছে মায়া। মায়া আমাদের দেহেতে আবেশ জন্মাইয়া আমাদের চিত্তে দেহের এবং দেহের ইন্দ্রিয়বর্গের সুখের জন্য বাসনা জন্মায়; ইহাই কাম। এই কাম হইল মায়া-জনিত বাসনা; ইহাই কামের স্বরূপ। আর প্রেম থাকে ভগবানের মধ্যে এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তদের ও অন্য মায়ামুক্ত ভক্তদের মধ্যে। মায়া ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। ভগবানের বা ভক্তের সমস্ত বাসনাই হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা বাসনার গতিই থাকে প্রীতির বিষয়ের দিকে। ভক্তের মধ্যে যে প্রীতি বা সুখের বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে—ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ; আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে প্রীতি বা সুখ-বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে তাঁহার ভক্ত। ভগবানও নিজের সুখ চাহেন না, তাঁহার ভক্তগণও নিজেদের সুখ চাহেন না। ভক্ত চাহেন ভগবানের সুখ এবং ভগবান্ চাহেন ভক্তের সুখ। এই জাতীয়-প্রীতিতে বিষয়ের সুখের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাকেই বলে প্রেম। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং কাম মায়া-শক্তির বৃত্তি বলিয়া কাম এবং প্রেমে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য আছে। প্রেম সূর্য্যের মত হইলে কাম হইবে অন্ধকারের মত—একেবারে বিপরীত। প্রেম বিশুদ্ধ স্বর্ণ, আর কাম যেন লৌহ। "কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ ১।৪।১৪০॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ ১।৪।১৪৭॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রীতি এবং গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিও এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেম—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত প্রেম; ইহার সহিত মায়ার কোনও স্পর্শ বা স্পর্শাভাস পর্য্যন্ত নাই; তাই এই প্রেমের সহিত কাহারও পক্ষেই স্বসুখ-বাসনার ছায়া পর্য্যন্ত মিশ্রিত নাই। এই পারস্পরিকী প্রীতি একেবারে বিশুদ্ধ—নির্ম্মল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত, কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার জন্য; তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র এই সেবার মূলে নাই। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র গোপীদিগের সুখ-বিধানের নিমিত্ত; এই মিলনের পশ্চাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। ইহা বিশুদ্ধ-প্রেমেরই স্বরূপগত-ধর্ম্ম, স্বরূপ-শক্তিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে স্বরূপ-শক্তির এবং স্বরূপ-শক্তির ধর্ম্মের পরিচয় নাই; তাই বিশুদ্ধ-প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মের ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আমাদের পরিচয় মায়ার সঙ্গে; তাই আমরা অনেক সময় মনে করি—ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনের অনুরূপই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে পশুবৎ-ভাব কিছু নাই। উজ্জ্বল-নীলমণির মুখ্যসম্ভোগ-প্রকরণের মূল শ্লোকের টীকায় এবং অন্যত্রও বহুস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"পশুবচ্ছৃঙ্গারঃ ব্যাবৃত্তঃ।"

ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিক্রীড়ার কথা, তাঁহাদের পারস্পরিক আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতেও জুগুপ্সিত কিছু নাই। রতি-শব্দের অর্থ হইল অনুরক্তি, অনুরাগ বা প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ এবং

ব্রজসুন্দরীগণ—ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ় অনুরাগ বা প্রেম বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে সমস্ত ক্রীড়ার বা ক্রিয়ার যোগে, তৎসমস্তই রতিক্রীড়া বা প্রেমের খেলা। প্রেমে যখন কামগন্ধ নাই, এ-সমস্ত প্রেমের খেলাতেও কামগন্ধ থাকিতে পারে না। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি এ-সমস্ত প্রেমের খেলার অঙ্গমাত্র—অঙ্গী নহে; অর্থাৎ আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই এ-সমস্ত প্রেমখেলার লক্ষ্য নহে; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি হইল—তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রকাশের দ্বার মাত্র। প্রাকৃত জগতেও শিশু পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী আদির আলিঙ্গন-চুম্বনাদির দ্বারে প্রীতি প্রকাশের রীতি দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যেও পারস্পরিক আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু কামময় মায়িক জগতে এ-সমস্তের লক্ষ্য হইল কামময়-সম্ভোগ। মায়াতীত ব্রজধামের প্রেমময়ী লীলায় যে কামময়-সম্ভোগের স্থান নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু ব্রজলীলায় কামময় সম্ভোগ না থাকিলেও আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপ প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ তাহাতে বিদ্যমান। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥" কিন্তু বাহ্যলক্ষণে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সমতা আছে বলিয়া গোপীদের প্রেম কোনও কোনও সময়ে কাম-নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক ইহা কাম নহে। তাহা বুঝা যায়, পরম-ভাগবতগণের অনুভবের দ্বারা। তাই শাস্ত্রও বলেন—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ॥—(কামক্রীড়ার সহিত বাহ্যিক লক্ষণে সাম্য আছে বলিয়া) গোপরামাদিগের প্রেমকেই কাম-নামে অভিহিত করার প্রথা চলিত আছে; (কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ কাম নহে; এজন্য) উদ্ধবাদি ভগবদ্‌ভক্তগণও এই প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন।"

উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় সখা, ঐশ্বর্য্যভাবের একান্ত-ভক্ত; বৃহস্পতির শিষ্য, মহাবিজ্ঞ, যদুরাজদের মন্ত্রী। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইলেন—ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়া সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীদিগের অপূর্ব্ব প্রেমের চরম-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া উদ্ধব মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিছুকাল ব্রজে বাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমের অপূর্ব্বত্ব আস্বাদনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া মথুরায় ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে "আসামহো চরণরেণুজুষামহংস্যাম্"-ইত্যাদি বাক্যে প্রার্থনা করিলেন—যেন তিনি বৃন্দাবনে লতাগুল্ম হইয়া জন্মিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রজগোপীদিগের চরণরেণু লাভ করার সৌভাগ্য হয়তো হইতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যেষাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥—আমি এই ব্রজবালাগণের চরণ-রেণু বন্দনা করি; ইঁহাদের উদ্‌গীত হরিকথা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে।" যদি ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রীতিতে কামগন্ধ থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবের ন্যায় মহাবিজ্ঞ ভক্ত তাঁহাদের প্রেমেরও এত প্রশংসা করিতেন না, তাঁহাদের চরণ-রেণু প্রাপ্তির জন্য এত ব্যাকুলতাও প্রকাশ করিতেন না।

কেবল বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা জিনিস চেনা যায় না। বাহ্যিক লক্ষণে লবণ ও মিশ্রী প্রায় এক রকম; তথাপি কিন্তু লবণ ও মিশ্রী এক জিনিস নয়। তদ্রূপ কাম ও প্রেমে বাহ্যিক লক্ষণের সমতা থাকিলেও তাহারা একই বস্তু নয়। লবণ বা মিশ্রী যেমন চেনা যায় স্বাদের দ্বারা, তদ্রূপ প্রেমকেও চেনা যায় তার প্রভাবের দ্বারা। গোপী-প্রেমের এক প্রভাব উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন, করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—উহা কাম নহে; আর এক প্রভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন শ্রীশুকদেব-গোস্বামী। রাসলীলা-বর্ণনের শেষে তিনি বলিয়াছেন, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগ মাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই সকল কেলিবিলাসের কথা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, অচিরেই তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয়

এবং তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়।" কামক্রীড়ার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে কাহারও কাম প্রশমিত হইতে পারে না। তাই শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই জানা যায়, ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে।

ব্রজ-গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার শ্রোতা এবং বক্তা কে, তাহা বিবেচনা করিলেও উক্ত লীলাকথার স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রোতা হইতেছেন—মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে স্বীয় মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণে নিবিষ্ট। আর বক্তা হইতেছেন—ব্যাসদেবের তপস্যা-লব্ধ সন্তান আজন্ম-বিরক্ত দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-গণসেবিত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। ব্রজলীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহা হইলে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষিতও এই লীলার কথা শুনিতেন না এবং বিরক্ত-শিরোমণি শুকদেবও তাহা বর্ণনা করিতেন না।

আর, যিনি স্ত্রী-শব্দটী পর্য্যন্ত কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না এবং কখনও শুনিতেও চাহিতেন না, যিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে॥", সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রজবধূদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস আস্বাদন করিতেন। এই লীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহাহইলে কখনও প্রভু তাহা এইভাবে আস্বাদন করিতেন না।

এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—গোপীপ্রেম ছিল কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, ত্রিভুবন-পাবন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

(১) ভগবানের মাধুর্য্যের সংবাদ। সাধারণ লোক পাপীর শাস্তিদাতা-রূপেই ভগবান্‌কে জানিত; সুতরাং ভগবৎস্মৃতিতে অধিকাংশ লোকের মনেই একটা আতঙ্কের উদয় হইত। ইহার হেতু এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রায় প্রত্যেকেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চিত্রটাই জীবের সাক্ষাতে বিশেষরূপে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের মাধুর্য্যের দিক্‌টা—তাঁহার রস-স্বরূপত্বের দিক্‌টা মনোমোহন-জাজ্বল্যমান্‌রূপে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের অধিপতিই বটেন; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাঁহার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত; এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি কণিকা, প্রতি অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত; তাই তাহাতে সঙ্কোচ নাই, ত্রাস নাই, জ্বালা নাই—আছে সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতি। পাপীর শাস্তিদাতারূপে ভগবান্‌কে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; তাঁহার পক্ষে পাপের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনও হয় না; কারণ, তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার নামের স্মৃতির কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেই পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করে। তাঁহার স্মৃতিতে জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, জীব শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে এই অভয়-বাণী প্রচারিত হইতেই জীবের চিত্ত হইতে যেন একটা গুরুভার প্রস্তর দূরে অপসারিত হইল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত হইল।

পরম-করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—"ভগবানের মাধুর্য্যের তুলনা নাই, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি একটা আকর্ষণ যে, অন্যের কথা তো দূরে, স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবানের চিত্তেও দুর্দ্দমনীয়া লালসা জন্মে।" আরও জানাইলেন—"ভগবানের কৃপায় জীবও তাঁহার সেবা করিয়া এই পরম-লোভনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারে।" শুনিয়া জীবের চিত্তে লোভের সঞ্চার হইল, সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা জীব উপলব্ধি করিতে পারিল।